দৈনিক খবর

তারিখ 08 SEP 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

নির্ধারিত পরীক্ষা ও ক্লাস হয়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল ছাত্রদলের কোন নেতাকে দেখা যায়নি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গত রোববার রাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণার পর ছাত্রদলের কোন নেতাকে সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দেখা যায়নি। গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকজন নেতাকে বহিষ্কারের চিন্তা-ভাবনা চলছে বলে প্রকাশিত খবরে ছাত্রদল নেতাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। নতুন আহবায়ক কমিটি গঠন করার ব্যাপারে নীতি নির্ধারকরা কি সিদ্ধান্ত নেবেন সে ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি। গত শুক্রবার ভোরে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ছাত্রদলের দু'নেতা খুন হবার পর পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত রোববার রাতে পুরো কমিটি বাতিলেরনির্দেশ দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রদলের উল্লেখযোগ্য কোন নেতাকে দেখা যায়নি। কর্মীদের মধ্যে কমিটি বিলুপ্তি'র খবর জড়িয়ে পড়ার পর তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

এদিকে দু'দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর গতকাল ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির সংখ্যা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কম। দু'টি ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল ও সমাবেশ করেছে। বিভিন্ন হলে বহিরাগতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হল কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের প্রশ্রয় না দেয়ার আহবান জানিয়ে হলের প্রতিটি রুমে রুমে জরুরী নোটিশ দিয়েছে। প্রভোস্ট কমিটির এক বৈঠকে এ ব্যাপারে গত রোববার রাতেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সূর্যসেন ও জসীমউদ্দিন হল এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিকতার দিকে মোড় নিলেও গতকালও ঐ এলাকায় তিন প্লাটুন বিডিআর জওয়ান মোতায়েন ছিল। ছাত্রদের মধ্যে আগের মতো প্রাণ চাঞ্চল্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদলের আটজন নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে এ গুজব ছড়িয়ে পড়লে উভয় গ্রুপ সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সমর্থকরা বিভিন্ন পর্যায়ে এরপর যোগাযোগ শুরু করে। তবে গতরাত পর্যন্ত কারো বহিষ্কারের খবর পাওয়া যায়নি এবং নতুন আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে কি-না তাও জানা যায়নি।

ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করলেও তারা কার্যত তা পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ মোতায়েন করে এ এলাকার শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করতে রাজী নন। তারপরও গত শুক্রবার থেকে পুলিশের পাশাপাশি বিডিআর জওয়ানদের মোতায়েন করে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অনার্স ও মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা শুরুর দিন থেকে ছাত্রদলের দু'দলের মধ্যে সহিংস ঘটনা শুরু হবার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ভিসি মনিরুজ্জামান মিঞা পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বহিরাগতদের প্রতিরোধের আহবান জানিয়েছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কর্তৃপক্ষ গত রোববার আরেকটি বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি আলোচনা করে বহিরাগতদের আশ্রয় না দেয়ার জন্য তারা আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টি হলে রুমে রুমে বহিরাগতদের বের করে দেয়ার আহবান জানিয়ে হল কর্তৃপক্ষ পৃথক পৃথকভাবে জরুরী নোটিশ দিয়েছেন।

গতরাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার সাথে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, ক্যাম্পাস আপাততঃ শান্ত। ক্যাম্পাসে অবস্থানরত পুলিশের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্তির ব্যাপারেও তিনি নির্লিপ্ততা দেখিয়েছেন। তবে তিনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্তির ব্যাপারে গতরাতে সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস আলীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ছাত্রদলের এ সংকটকালীন মুহূর্তে বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক ও সময়োপযোগী। এ সিদ্ধান্তকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এ সিদ্ধান্ত ও আগামী দিনের সকল সিদ্ধান্তের প্রতি অবিকল আস্থা রেখে কাজ করে যাব। তিনি সারাদেশের ছাত্রদল কর্মীদের সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অস্ত্রধারী মাস্তানদের নির্মূলের লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহবান জানিয়েছেন।

এদিকে মামুন ও মাহমুদ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে গতকাল গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে ছাত্র ঐক্যের কেন্দ্রীয় কমিটি প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করবে।

বেলা ১১টার দিকে মধুর ক্যান্টিন থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত সমাবেশে জিয়াউল হক জিয়ার সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ওবায়দুর রহমান চুন্নু, আবদুল্লাহ-আল- কাফী রতন, মোস্তাক আলম টুলু ও রফিকুল ইসলাম কাজল।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ বর্তমান সরকারের তীব্র সমালোচনা করে সারা দেশে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য সরকারী সমর্থনপুষ্ট ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করেছেন। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসীদের উৎখাতের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে আন্দোলনের আহবান জানিয়েছেন এবং গত শুক্রবার রাতে নিহত মামুন ও মাহমুদের হত্যাকারীদের গ্রেফতার দাবী করেছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কনিষ্ঠতম জুডোকা মাস্টার সাদ মাহমুদ ব্রেকিং অনুষ্ঠানে আত্মরক্ষার কলাকৌশলসহ টালি ভাঙ্গা প্রদর্শন করে। 'খবরবিজ্ঞপ্তি'র।